গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাগণের বদলি/পদায়ন নীতিমালা-২০১৮

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ক্যাডার-ননক্যাডার কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা অর্জন এবং কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও মান সম্মত জনসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যুগোপযোগী বদলি/পদায়ন নীতিমালা প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এছাড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অনেক কর্মকর্তা বর্তমানে কর্মস্থল থেকে বদলি আদেশ জারি করার পরও বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করতে অনীহা প্রকাশ করেন এবং যেন নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে না হয় সেজন্য কালক্ষেপণ করেন ও বদলির আদেশ বাতিলের জন্য অযাচিত তদবিরের আশ্রয় নেন। কর্মকর্তাদের মাঝে সাম্প্রতিক সময়ে এ প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে বিভিন্ন প্রকার প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টিসহ কাজের গতি শ্লথ হয়। সরকার উপরিউক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব ক্যাডার-ননক্যাডার কর্মকর্তাগণের বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আনয়ন এবং অধিকতর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ নীতিমালা জারি করছে।

০১। ক্যাডারের সকল প্রবেশ পদে ও নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির প্রবেশ পদে চাকরিতে নিয়োগ লাভের পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ১ম পোস্টিং বাধ্যতামূলকভাবে উপজেলা/মাঠ পর্যায়ে দেয়া হবে। চাকরিতে স্থায়ী হওয়া অথবা ০৩ (তিন) বছর পূর্তির পূর্বে কোন কর্মকর্তাকে ঢাকায় পদায়ন বিবেচনা করা যাবে না।

০২। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে পদবি নির্বিশেষে কোন কর্মস্থলে ০৩ (তিন) বছর চাকরি পূর্তির অব্যবহিত পূর্বে/পরে বদলির আদেশ জারি করা হবে। তবে পদোন্নতি, অবসর কিংবা প্রশাসনিক কারণে একজন কর্মকর্তাকে উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বেও বদলি করা যেতে পারে।

০৩। প্রতিবছর নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে রুটিন বদলি কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এর পূর্বে কেউ বিশেষ প্রয়োজন হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বদলির আবেদন করতে পারবেন। মন্ত্রণালয়ে সরাসরি আবেদনের কোন অগ্রিম কপি গ্রহণ করা হবে না এবং সরাসরি আবেদন করা হলে তা শৃঙ্খলার পরিপন্থি বলে বিবেচিত হবে।

০৪। কোন কর্মকর্তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যম ব্যতিত সরাসরি মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সংসদ সদস্য/সচিব বরাবরে আবেদন করলে চাকরির শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৫। কোন কর্মকর্তা দুর্গম ও পার্বত্য অঞ্চলে ০২ (দুই) বছর কর্মরত থাকলে তাকে সমতল জেলায়/উপজেলায় পদায়ন করা হবে।

০৬। বেতন স্কেলের ৯ম থেকে ৫ম/তদুর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত পদ সমূহের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তাকে নিজ জেলায় পোস্টিং দেয়া হবে না এবং কোন কর্মকর্তাকে একই জেলায় একাধিকবার পদায়ন করা যাবে না।

০৭। কোন কর্মকর্তার নিজের অথবা স্ত্রী/স্বামী/সন্তানের সুষ্ঠু চিকিৎসার স্বার্থে নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বে সুবিধাজনক স্থানে পদায়ন করা যেতে পারে।

০৮। সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত স্বামী ও স্ত্রীকে যথাসম্ভব একই কর্মস্থলে/অথবা পাশাপাশি কর্মস্থলে রাখার বিধান রয়েছে। তাই স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই সরকারি চাকরিতে একই স্থানে কর্মরত থাকলে এবং তাদের মধ্যে কারও চাকরিকাল একই কর্মস্থলে ০৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হলে তার ক্ষেত্রে তিন বৎসর মেয়াদকাল কিঞ্চিত শিথিল করা যেতে পারে অথবা তাকে এমন স্থানে বদলির ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে যেখানে হতে স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে সহজে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভবপর হয়। সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত স্বামী এবং স্ত্রী ইতোমধ্যেই যদি এমন স্থানে কর্মরত থেকে থাকেন যেখান হতে তাদের মধ্যে সহজে যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে না এরূপ ক্ষেত্রে তাদেরকে সম্ভব হলে এমন স্থানে বদলির ব্যবস্থা করতে হবে যেখান হতে তাদের মধ্যে সহজে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। এক্ষেত্রে তিন বৎসরের মেয়াদকালের প্রয়োগ শিথিল করা যেতে পারে।

০৯। যে সমস্ত কর্মকর্তা সরকারি চাকরির শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছেন অর্থাৎ ০১ (এক) বছর সময়ের মধ্যে অবসর গ্রহণ করবেন তাদের ক্ষেত্রে বদলির শর্ত শিথিল বিবেচনায় পছন্দমত স্থানে বদলি করা যেতে পারে। তবে বিশেষ প্রশাসনিক কারণে এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটানো যেতে পারে।

১০। নিয়োগ/পদায়নের প্রজ্ঞাপনে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করা হবে। যৌক্তিক কারণ ব্যতিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কোন কর্মকর্তা তার বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করতে ব্যর্থ হলে তা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে। বদলির আদেশে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গ্রেডেশন নম্বর/আইডি নম্বর (যদি থাকে) উল্লেখ করতে হবে।

১১। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা পদে পদায়নের জন্য ফিটলিস্ট তৈরি করা হবে এবং ফিটলিস্টভুক্ত কর্মকর্তাদের তালিকা থেকে জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা পদায়ন করা হবে। তবে বিশেষ প্রশাসনিক কারণে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করতে পারবেন।

১২। বদলির আদেশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নতুন কর্মস্থলে যোগদান করবেন। নিজের পছন্দমত স্থানে ও পদে বদলির জন্য বা জারিকৃত বদলির আদেশ বাতিলের জন্য কোন কর্মকর্তা অহেতুক তদবিরের আশ্রয় গ্রহণ করলে তা অসদাচরণ বলে গণ্য হবে এবং তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৩। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সদর দপ্তর/এর অধীন বিভিন্ন কার্যালয়ের ৯ম গ্রেড থেকে ৩য় গ্রেড পর্যন্ত সকল কর্মকর্তার চাকরির বদলি/পদায়ন সংক্রান্ত তথ্যসহ PDS প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ডাটাবেইজে সংরক্ষণ এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের সাথে লিংক করতে হবে যাতে করে যে কোন সময় যে কোন কর্মকর্তার PDS মন্ত্রণালয় সংগ্রহ করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ডাটাবেইজের Admn হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে একজন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করবে। কোন কর্মকর্তা নিজে তাঁর PDS Edit করতে পারবে না।

১৪। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত এ নীতিমালার কোন অনুচ্ছেদ ইচ্ছাকৃতভাবে লংঘন করা শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজ বলে গণ্য হবে।

১৫। সরকার জনস্বার্থে যে কোন সময় যে কোন কর্মকর্তাকে যে কোন স্থানে যে কোন সময়ের জন্য বদলি করতে পারবে।

১৬। এ নীতিমালা জারির সাথে সাথে ইতঃপূর্বে জারিকৃত এ সংক্রান্ত নীতিমালা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৭। জনস্বার্থে জারিকৃত এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাঃ/-
(২৯/০৫/২০১৮)
(মোঃ রইছউল আলম মন্ডল)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

নং-৩৩.০০.০০০০.১১৭.১৯.০০১.১৮- ৩৩৪

তারিখ : ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ / ২৯ মে ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলঃ

১. মহাপরিচালক (অ. দা.), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামার বাড়ী সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।
২. পরিচালক (সকল), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামার বাড়ী সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সিস্টেম এনালিস্ট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় **(মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।**
৬. যুগ্মসচিব (প্রাস-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৯/০৫/২০১৮
(দেলোয়ারা বেগম)
উপসচিব